বর্তমান সরকারের আমলে দুই বছরের (জানুয়ারি ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০১০) অর্জিত সাফল্য সম্পর্কিত ভূমি মন্ত্রণালয়ের তথ্যাদি

ভূমিকাঃ

বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর ভূমির উন্নয়ন ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা এবং সর্বত্তোম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে জনগণকে ভূমি বিষয়ক সকল সেবা প্রদানপূর্বক তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচণের লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় নিম্নোক্ত কৌশলগত ও প্রধান কার্যক্রমসমূহ গ্রহণ করেছে।

ভূমি ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়ন:

(ক) বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনাকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করার উদ্যোগের অংশ হিসেবে আধুনিক জরিপ যন্ত্রপাতি(জিপিএস, ইটিএস, ডাটা রেকর্ডার, কম্পিউটার, ম্যাপ প্রসেসিং সফটওয়্যার, প্লটার, প্রিন্টার ইত্যাদি)- এর সাহায্যে ডিজিটাল পদ্ধতিতে নক্শা ও খতিয়ান প্রণয়নের জন্য একটি পাইলট কর্মসূচির আওতায় ইতোমধ্যে ঢাকা জেলার সাভার উপজেলার ৫টি মৌজার ডিজিটাল জরিপ সম্পন্ন হয়েছে যা আপিল শুনানীর পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়া নরসিংদী জেলার পলাশ উপজেলার ৪৮টি মৌজায় ডিজিটাল জরিপ কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

(খ) ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ ও রেকর্ড প্রণয়ন এবং সংরক্ষণ কার্যক্রম (২০১০-২০১৫) এর আওতায় পর্যায়ক্রমে সারাদেশের ভূমি জরিপ, রেকর্ড প্রণয়ন ও ব্যস্থাপনার জন্য ডিজিটাল পদ্ধতি প্রবর্তনের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক প্রাথমিকভাবে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ, রেকর্ড প্রণয়ণ এবং সংরক্ষণ প্রকল্প (প্রথম পর্যায়) শীর্ষক একটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

(গ) স্ট্রেংদেনিং অব সেটেলমেন্ট প্রেস, ম্যাপ প্রিন্টিং প্রেস এন্ড প্রিপারেশন অব ডিজিটাল ম্যাপস শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১৮.০০(আঠার) কোটি টাকা ব্যয়ে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের সেটেলমেন্ট প্রেসের বিদ্যমান মুদ্রণ ক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

(ঘ) বর্তমানে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীন মোকদ্দমাসমূহ ডিজিটাল পদ্ধতিতে ম্যানেজমেন্ট করার জন্য MATT-2 এর আওতায় Batch26 এর Team G কর্তৃক বাস্তবায়িত পাইলট প্রকল্পটি ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। প্রস্তুতকৃত সফটয়্যারটির বিষয়ে Technical Partner ছিল প্রানন প্রাইভেট লিঃ।

বিত্তহীন ও গৃহহীন অতি দরিদ্রদের পুনর্বাসন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন :

(ক) ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীন গুচ্ছগ্রাম শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৯০টি গুচ্ছগ্রামে ৩৯৯০টি ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। এছাড়া ৩৯৯টি নলকূপ স্থাপন, ৭৭টি মাল্টিপারপাস হল নির্মাণ করা হয়েছে এবং ৮৭টি গুচ্ছগ্রামে কাবিখার (কাজের বিনিময় খাদ্য) অধীন মাটির কাজ করা হয়েছে। পুনর্বাসিত পরিবারসমূহের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ এবং ক্ষুদ্র ঋন প্রদানের জন্য বিআরডিবি-কে ৫.৪০ (পাঁচ কোটি চল্লিশ লক্ষ) কোটি টাকা হস্তান্তর করা হয়েছে।

(খ) রাজধানী ঢাকার বস্তিবাসী ও নিম্নবিত্তদের সরকারি জমিতে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ৪৭.৯০ একর জমিতে ১৩২৪৮টি (৭,৭৭৬টি এ টাইপ এবং ৫,৪৭২টি বি টাইপ) এ ও বি টাইপ ফ্ল্যাট নির্মাণ কার্যক্রমের অধীনে ইতোমধ্যে ২৮৮টি এ টাইপের ফ্ল্যাট এবং ৭৬৮টি বি টাইপের ফ্ল্যাট তৈরি করা হয়েছে।

(গ) চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প-৩ এর আওতায় ১৪০০০ হাজার একর খাস জমি ৯৫০০ (নয় হাজার) টি ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে ৮৫০০ (আট হাজার) পরিবারকে বন্দোবস্ত প্রদানের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৪০০০ (চার হাজার) টি ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে খতিয়ান বিতরণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৮৫টি টু-ইন হাউজ নির্মাণ করা হয়েছে। বেঁড়ী বাধের বাইরে বসবাসরত পরিবারসমূহের মধ্যে ৭৭৪টি পরিবারকে বাঁধের অভ্যন্তরে পুনর্বাসন করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্প এলাকায় ৩১টি পুকুর খনন করা হয়েছে।

খাস জমি বন্দোবস্ত দ্বারা অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনঃ

(ক) বর্তমান সরকার দায়িত্বভার গ্রহণের পর থেকে নভেম্বর ২০১০ পর্যন্ত মোট ৬৩,৯৪১ (তেষট্টি হাজার নয়শত একচল্লিশ)টি ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে মোট ২৪,০৬৯ (চব্বিশ হাজার উনসত্তর) একর কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে (২০১০-২০১১) উপজেলা প্রতি ৪৬টি ভূমিহীন পরিবারের মাঝে ৫০০০ (পাঁচ হাজার) একর কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদানের লক্ষ্য মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

(খ) 'জাল যার জলা তার' এ নীতি অবলম্বনে ভূমি মন্ত্রণালয় "সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯" প্রণয়ন করে প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিকে জলমহাল বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে।

এ পর্যন্ত ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে জলমহাল ইজারা প্রদান সংক্রান্ত গঠিত কমিটির ৭টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৭টি সভায় মোট ৩৩২টি জলমহালের ইজারা প্রস্তাবের মধ্যে ১৬৩টি জলমহাল উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন মৎস্যজীবি সমবায় সমিতিকে ইজারা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া জেলা ও

উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে সারাদেশের জলমহালসমূহ ইজারা দেয়ার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ভূমি প্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের দক্ষতা উন্নয়নঃ

(ক) জানুয়ারি/০৯ হতে নভেম্বর/১০ পর্যন্ত ১৭৬৪জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে (৬০৯জন কর্মকর্তা এবং ১১৫৫জন কর্মচারী) ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষন কেন্দ্রে ভূমি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(খ) ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণার্থীদের আবাসন সুবিধা প্রদানের জন্য ১০ কোটি ব্যয়ে আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত হোস্টেল ভবন নির্মাণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

(গ) উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস মেরামত (৫ম পর্ব) প্রকল্পের আওতায় ১০০টি উপজেলা ভূমি অফিস এবং ২০০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ করা হবে। এর মধ্যে জুন/১০ পর্যন্ত ৫৫টি উপজেলা ভূমি অফিস ও ৬৫টি ইউনিয়ন ভূমি অফিসের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমান অর্থ বছরে (২০১০-১১) বিভিন্ন জেলা প্রশাসন কর্তৃক আরও ৪৫টি উপজেলা ভূমি অফিস এবং পিডাব্লিউডি কর্তৃক ১৩৫টি ইউনিয়ন ভূমি অফিসের ভবন নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে জুন/১০ পর্যন্ত ৫৮টি উপজেলা ভূমি অফিস এবং ২১৪৪টি ইউনিয়ন ভূমি অফিসে আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে।

(ঘ) ২০০৯-১০ অর্থ বছরে সারাদেশের জরাজীর্ণ উপজেলা/ইউনিয়ন ভূমি অফিস মেরামত ও সংস্কারের জন্য ৪.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। বর্তমান অর্থবছরে ৬.০০ কোটি টাকা এ কাজে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

(ঙ) ভূমি ব্যবস্থাপনাকে আধুনিকায়ন করার পদক্ষেপ হিসেবে সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিসের জন্য ৯৫৪টি কম্পিউটার, ৪৭৭টি ফ্যাক্স ও ৪৭৭টি ফটোকপিয়ার এবং ৩৩৭টি নতুন মটরসাইকেল সরবরাহ করা হয়েছে।

(চ) ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক ১৮২জন বিসিএস কর্মকর্তাকে সার্ভে ও সেটেলমেন্ট ট্রেনিং প্রদান করা হয়েছে।

ভূমি রেকর্ড সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও রাজস্ব বৃদ্ধিঃ

(ক) ভূমি রেকর্ড ডিজিটাইজেশন কার্যক্রমের অধীনে ২০০৯ ও ২০১০ সনে ঢাকা মহানগর জরিপে ১৯১টি মৌজার ৪,৪১,৫০৬টি খতিয়ান ও ৪,০৮৯টি মৌজা ম্যাপ-শিট ডিজিটাইজেশনের কাজ সম্পন্ন করে তা ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে (www.dgdlrs.gov.bd) আপলোড করা হয়েছে।

(খ) বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর ভূমি উন্নয়ন করের দাবি আদায়ের বিষয়টির উপর নজরদারি বৃদ্ধির কারণে কর আদায়ের পরিমান বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে সাধারণ ও সংস্থার নিকট কর বাবদ আদায় ২২৪.৮৬/- কোটি টাকা এবং ২০০৯-১০ অর্থ বছরে ২৪২/-কোটি টাকা ভূমি উন্নয়ন কর আদায় হয়েছে।

ভূমির সুষ্ঠু ও পরিকল্পিত ব্যবহার নিশ্চিতকরণঃ

ভূমিকে তাঁর বৈশিষ্ট্য ও গুনাগুণ অনুযায়ী কৃষি, বন, চিংড়ী চাষ, শিল্পাঞ্চল, পর্যটন, প্রাকৃতিক জীববৈচিত্র্য এলাকা ইত্যাদির ক্ষেত্রে ভূমির পরিকল্পিত ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়াধীন কোস্টাল ল্যান্ড জোনিং প্রকল্পের আওতায় উপকূলীয় অঞ্চলের ১৯টি জেলা ও প্লেইন ল্যান্ডের ২টি জেলাসহ সর্বমোট ২১টি জেলার ১৬০টি উপজেলার ডিজিটাল ল্যান্ড জোনিং ম্যাপ সম্বলিত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে যা ভূমির অবক্ষয়রোধ করে ভূমির পরিকল্পিত ব্যবহার নিশ্চিত করবে।

অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক সীমানা সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনঃ

(ক) বাংলাদেশ ভারত আন্তর্জাতিক সীমানার বাংলাদেশ-পশ্চিমবঙ্গ(ভারত) সেক্টরের ৬২৮টি, বাংলাদেশ-আসাম (ভারত) সেক্টরের ৯৩টি, বাংলাদেশ-মেঘালয় (ভারত) সেক্টরের ১৩৯টি এবং বাংলাদেশ-ত্রিপুরা (ভারত) সেক্টরের ২৬৯টি সহ সর্বমোট ১১২৯টি স্ট্রীপ ম্যাপের স্ক্যানিং ও ডিজিটাইজিং এর কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

(খ) আন্তর্জাতিক সীমানার মেইন পিলার, সাব-সিডিয়ারি পিলার, রেফারেন্স পিলার ও টি-শেপড় পিলারসহ বাংলাদেশ-পশ্চিমবঙ্গ (ভারত) সেক্টরের মোট ৯৯৯৬টি পিলার, বাংলাদেশ-আসাম (ভারত) সেক্টরের মোট ৩১৯৯টি পিলার, বাংলাদেশ মেঘালয় (ভারত) সেক্টরের মোট ৭৬৩২টি পিলার এবং বাংলাদেশ ত্রিপুরা (ভারত) সেক্টরের মোট ২১৬৭০টি পিলারসহ সর্বমোট ৪২৪৯৬টি সীমানা পিলারের ডাটা এন্ট্রির কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে।

ভূমি সংক্রান্ত আইন প্রণয়নঃ

(ক) বালু ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন ২০১০ প্রনয়ণ করা হয়েছে। বিপননের উদ্দেশ্যে উত্তোলিত যে কোন বালু ইজারার একক কর্তৃপক্ষ হবে ভূমি মন্ত্রণালয়। পরিবেশ সংরক্ষনের বিষয়টি আইনে সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে।

(খ) অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যার্পণ আইন ২০০১ এর সুষ্ঠু বাস্তবায়নকল্পে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যার্পণ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ মহান জাতীয় সংসদে ০৭/১২/২০১০ তারিখে উত্থাপিত হয়েছে। বিলটি পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করা হয়েছে।

(গ) ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক “ভূমি ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০” নামে একটি আইন এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে যা অচিরেই চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ সভায় উপস্থাপন করা হবে।

অধিগ্রহণ সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ

(১) পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের আওতায় শরীয়তপুর, মাদারীপুর ও মুন্সিগঞ্জ জেলায় সর্বমোট ১৮৪৪.১১৪২ একর জমি অধিগ্রহণ ও ৪০২.৬৮৪১ একর জমি হুকুম দখল করে সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষকে হস্তান্তর ও ক্ষতিগ্রস্থদের ক্ষতিপূরণ প্রদান কার্যক্রম অব্যহত রয়েছে।

(২) গাজীপুর জেলার বঙ্গবন্ধু সাফারি পার্ক নির্মাণ ১ম ও ২য় পর্যায়ে ১৭৫.২৭ একর জমি অধিগ্রহণ কাজ সম্পন্ন।

(৩) গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গীপাড়া আন্তর্জাতিক মানের পর্যটন কেন্দ্র স্থাপনে ১১৩.৪০ একর জমি অধিগ্রহণ করা সম্পন্ন।

(৪) গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গীপাড়া-কোটালীপাড়া (মাঝবাড়ি) সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ৬৩.৮৪ একর জমি অধিগ্রহণ কাজ সম্পন্ন।

(৫) গোপালগঞ্জ জেলার বঙ্গবন্ধু দারিদ্র বিমোচন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণে ২০.০০ একর জমি অধিগ্রহণ কাজ সম্পন্ন।

(৬) মুন্সিগঞ্জ জেলার পদ্মাবহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পে অতিরিক্ত ১৯৮.২৩৮৯ একর জমি অধিগ্রহণ কাজ সম্পন্ন।

(৭) ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলায় চর গলগলিয়া মৌজায় ৯৫.০২ একর জমি বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের অনুকূলে হস্তান্তরের নিমিত্ত অধিগ্রহণ কাজ সম্পন্ন।

(৮) ঢাকা মহানগরীর মিরপুর গ্রামীণ ব্যাংক হতে আগারগাঁও পর্যন্ত সড়ক নির্মাণের জন্য ১২.২২০৬ একর জমি অধিগ্রহণ কাজ সম্পন্ন।

(৯) ঢাকা জেলা মাদানী এভিনিউ এর পূর্বমূখী রাস্তা সম্প্রসারণে (বালুনদী পর্যন্ত) ৪৫.৩৩৪০ একর জমি অধিগ্রহণ কাজ সম্পন্ন।

(১০) ঢাকা মহানগরীর কুর্মিটোলা বিমান ঘাটি হতে বাউনিয়া খাল পর্যন্ত জলাবদ্ধতা দূরীকরণের জন্য ২,২১ একর জমি অধিগ্রহণ কাজ সম্পন্ন।

(১১) নারায়নগঞ্জ জেলায় মাঝের চর মহজমপুর রূপসী সড়ক নির্মাণে ৩.৩০ একর জমি অধিগ্রহণ কাজ সম্পন্ন।

(১২) নারায়ণগঞ্জ জেলার আমলাব ও হরিপুর মৌজায় পৃথক পৃথকভাবে ফায়ার সার্ভিস স্টেশন নির্মাণে (০.৫০+০.৫০) জমি অধিগ্রহণ কাজ সম্পন্ন।

(১৩) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় ১২টি স্কুল কলেজ স্থাপনের আওতায় ৫টি স্কুল ও ৪টি কলেজ স্থাপনের জন্য জমি রিজিউম করে খাস করা হয়েছে। অধিগ্রহণ কাজ চলমান।

(১৪) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য রাজউকের অনুকূলে অধিগ্রহণকৃত ৩.৮৩ একর জমি রিজিউম করে খাস করা হয়েছে এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকূলে হস্তান্তর করা হয়েছে।

(১৫) সেগুনবাগিচা আরামবাগ খাল পুনঃ খনন (২য় অংশ) ২.৬৪ একর অধিগ্রহণ কাজ সম্পন্ন।

(১৬) সাভার উজেলার মেঘনাঘাট-আমিন বাজার ৪০০ কেভি বিদ্যুৎ সঞ্চালন প্রকল্প ১০.০০ একর অধিগ্রহণ কাজ সম্পন্ন।

(১৭) বেগুনবাড়ি খাল (হাতিরঝিল প্রকল্প) ৭৯.১৬৩১ একর অধিগ্রহণ কাজ সম্পন্ন।

(১৮) মাঝিনা-কায়েতপাড়া ত্রিমোহনী সড়ক প্রকল্পে ৫.৯৬৮৭ একর জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন।

(১৯) মিরপুর থানার কালশি বাইশ ডেকি খাল উন্নয়ন প্রকল্পে ৭.৪০ একর জমির অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন।

(২০) বাখরাবাদ-সিদ্ধিরগঞ্জ গ্যাস সঞ্চালন প্রকল্প ১৯.৭০৯৪ একর জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন।

(২১) বন্দর উপজেলায় বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন ১২.৫৮৭৯ একর জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন।

(২২) ডেমরা-আমুলিয়া-রামপুরা সড়ক প্রকল্প ৩৩.০০৬৮ একর জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন।

(২৩) শিরনীরটেক হতে গাবতলী সংযোগ সড়ক নির্মাণ ৩.৬৭৭৭ একর জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন।

(২৪) গাজীপুর জেলায় সিগনালিংসহ টঙ্গী-ভৈরব সহ টঙ্গী বাজার ডাবল লাইন প্রকল্পের ৯.১৫০৯ একর জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন।

(২৫) নরসিংদী জেলার সিগনারিংসহ টঙ্গী-ভৈরব বাজার ডাবল লাইন প্রকল্পের ১২.৬৬১০ একর জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন।

(২৬) জামালপুর সড়ক নেটওয়ার্ক প্রকল্পে ৫৯.৯৯ একর জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন।

(২৭) ময়মনসিংহ জেলায় ভালুকা–নান্দাইল সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পে ১৬২.১৭৭৭ একর জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন।

(২৮) চট্টগ্রাম মহানগরীর প্যারেড গ্রাউন্ড হতে কার্পাসগোলা রোড সম্প্রসারণ ০.৫৯১৫ একর জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন।

(২৯) চট্টগ্রাম মহানগরীর চট্টগ্রাম কলেজ হতে কার্পাসগোলা রোড সম্প্রসারণ ১.২২৩৭ একর জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন।

(৩০) চট্টগ্রাম মহানগরীর চকবাজার লালচান রোড সম্প্রসারণ ০.৮৮ একর জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন।

(৩১) চট্টগ্রাম মহানগরীর এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন্স স্থাপনের নিমিত্ত ২৬.৯৭ একর জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন।

(৩২) লক্ষীপুর চর আলেকজান্ডার সোনাপুর মাইজদী সড়ক নির্মাণ প্রকল্পে ৪.৬২২৫ একর জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন।

(৩৩) চাঁদপুর জেলায় যমুনা–মেঘনা রিভার ইরোশন মিটিগেশন প্রকল্পে ৭.৩৮ একর জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন।

(৩৪) বরিশাল সিটি কর্পোরেশন এলাকার ময়লা অপসারনে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট এবং ইনসিনেটর মেশিন স্থাপন করার জন্য ৭.৫৫ একর জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন।

(৩৫) বরিশার সদর ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের জন্য ০.৫০ একর জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন।

(৩৬) সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকায় পশু জবাইখানা নির্মাণের জন্য ০.৪০ একর জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন।

(৩৭) পাবনা জেলায় "পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়" স্থাপনের জন্য ৩০.০০ একর জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন।

(৩৮) বাগেরহাট জেলার মংলা উপজেলার জয়মনিরগোল মৌজায় Construction of a Concret Grain Silo at Mongla Port with Ancillary Facilities (5000 MT Capacity) প্রকল্পে ৪২.৩৬ একর জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন।

(৩৯) কুষ্টিয়া জেলার সদর উপজেলার বটতেল, চেঁচুয়া, ঢাকা–ঝালপাড়া, মিনাপাড়া, বারখাদা এবং মিরপুর উপজেলার বারুইপাড়া মৌজায় কুষ্টিয়া বাইপাস সড়ক প্রকল্পে ৫৫.১৬৯৫ একর জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন।

(৪০) পাবনা জেলার কাজিরহাট হতে সাতবাড়ীয়া পর্যন্ত বাঁধ নির্মাণ প্রকল্পের জন্য বেড়া উপজেলার ৭টি মৌজার ৯০.১৯ একর এবং সুজানগর উপজেলার ৫টি

মৌজার ৪৯.৯৮ একর সহ সর্বমোট ১৪০.১৭ একর জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন।

(৪১) খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার রংপুর মৌজায় খুলনা সিটি কর্পোরেশন কর্ক খুলনা স্যানিটারি ল্যান্ড ফিল্ড নির্মাণ প্রকল্পের জন্য ১৭.০০ একর জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন।

(৪২) বাগেরহাট জেলার মোংলা উপজেলার জয়মনিরগোল মৌজায় খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেড এর ফরওয়ার্ড ইয়ার্ড নির্মাণের জন্য ৪২.৮০ একর জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন।

(৪৩) নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর উপজেলাধীন বারইশালপাড়া, লক্ষ্ণণপুর চড়কপাড়া এবং লক্ষ্ণণপুর বালাপাড়া মৌজায় তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পে (২য় পর্যায়) ১ম ইউনিট এর আওতায় বগুড়া সেচ খাল নির্মাণের জন্য ৮২.০০ একর জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন।

(৪৪) দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলাধীন বেলাইচন্ডি কুঠিপাড়া, বেলাইচন্ডি, জগন্নাথপুর এবং রামপুর মৌজায় তিস্তা ব্যারেজ (২য় পর্যায়) ১ম ইউনিট এর আওতায় ১৯২.১৩ একর জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন।

(৪৫) বাগেরহাট জেলার রামপাল উপজেলাধীন ০৯ নং কৈগরদাসকাঠি এবং ১০ নং সাপমারিকাটাখালী মৌজায় কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের জন্য ১৮৩৪.০০ একর জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন।

(৪৬) দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলাধীন রামপুর ও খামার জগন্নাথপুর মৌজায় তিস্তা ব্যরেজ প্রকল্প (২য় পর্যায়) ১ম ইউনিট এর আওতায় বগুড়া সেচ খাল নির্মাণের জন্য ৭১.৫২ একর জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন।

(৪৭) ফরিদপুর জেলার পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তক জিয়ানগর হতে হুলারহাট পর্যন্ত বেড়ীবাঁধ স্লুইসগেট ও রাস্তা নির্মাণ প্রকল্পের জন্য ৫টি এলএ কেসের মাধ্যমে ২.৪৬ একর ভূমির অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন।

(৪৮) বরিশাল জেলার সদর উপজেলাধীন কর্নকাঠি মৌজার বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পের জন্য ৫০.০০ (একর) ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন।

(৪৯) চট্রগ্রাম জেলার আনোয়ারা উপজেলাধীন মাঝেরচর ও রাংগাদিয়া মৌজায় ৫৯৫.৩৬ একর (কম/বেশী) ভূমি কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণের জেটি স্থাপন ও ষ্টোর ইয়ার্ড প্রকল্পের জন্য অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন।

(৫০) বাখরাবাদ সিদ্ধিরগঞ্জ গ্যাস সঞ্চালন পাইপ লাইন প্রকল্পের আওতায় ৩০ ইঞ্চি ব্যাসের ৬০ কিলোমিটার দীর্ঘ গ্যাস সঞ্চালণ পাইপ লাইন ও আনুসঙ্গিক

ফ্যাসিলিটিজ নির্মাণের জন্য কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর ও দাউদকান্দি উপজেলার মোট ৩২টি মৌজায় ৫৭.৩৪০৩ একর ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন।

(৫১) কুমিল্লা জেলার মতলব দক্ষিণ উপজেলাধীন বাবুরহাট-মতলব পেন্নাই সড়ক উন্নয়ন (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় স্থায়ীভাবে নির্মাণের জন্য ৬টি এলএ কেসমূলে চাঁদপুর জেলার মতলব দক্ষিণ উপজেলাধীন বিভিন্ন মৌজায় মোট ১১.৪৬৫ একর ভূমির অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন।

(৫২) কুমিল্লা জেলার মতলব দক্ষিণ উপজেলাধীন বাবুরহাট-মতলব পেন্নাই সড়ক উন্নয়ন (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় স্থায়ীভাবে নির্মাণের জন্য ৪টি এলএ কেসমূলে চাঁদপুর জেলার মতলব দক্ষিণ উপজেলাধীন বিভিন্ন মৌজায় মোট ৬.৪৬৯ একর ভূমির অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন।

(৫৩) চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি ও হাটহাজারী উপজেলাধীন গ্যাস সরবরাহ পাইপ লাইন নির্মাণ প্রকল্পের জন্য ২০.৫১২৬ একর ভূমির অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন।

(৫৪) ফেণী জেলার ০৬/২০০৭-২০০৮ এলএ কেসে ৭.৬০৪ একর ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন।

(৫৫) ফেণী জেলার ০৬/২০০৯-২০১০ এলএ কেসে ১.৫৩২ একর ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন।

(৫৬) ফেণী জেলার ০৬/২০০৭-২০০৮ এলএ কেসে ৮.৭৮৩ একর ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন।

(৫৭) সড়ক উন্নয়ন বরিশাল জোন শীর্ষক প্রকল্পের অন্তর্ভক্ত বরিশাল সড়ক বিভাগাধীন আগৈলঝড়া বাইপাস সড়ক নির্মাণ প্রকল্পের জন্য ২৬.১৫ একর ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন।

(৫৮) চট্টগ্রাম জেলার বাকলিয়া থানাধীন কল্পলোক আবাসিক প্রকল্পের জন্য বাকলিয়া মৌজায় ২১.৪৭৫ একর ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন।

(৫৯) পটুয়াখালী জেলার গলাচিপা উপজেলাধীন ১৩৬ নং ছাতিয়ান পাড়া মৌজায় উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণের জন্য অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন।

(৬০) পটুয়াখালী জেলার সদর উপজেলাধীন বেড়ীবাঁধ ও স্লুইস গেট নির্মাণের জন্য ১৪.৭৬ একর ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন।

(৬১) বরিশাল জেলায় ট্রাক টার্মিনাল স্থাপনের জন্য বরিশাল জেলার সদর উপজেলাধীন ইছাকাঠি মৌজায় ৭.৭৯ একর ভূমির অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন।